বিদ্যাসাগর

অন্বেষণ-অনুভব-প্রতীতি

[দ্বিশত জন্মবর্ষ স্মারক গ্রন্থ]

সম্পাদনা : অশোক পাল

বাঙলার মুখ

প্রথম প্রকাশ
১৩ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ (৩০ জুলাই ২০২১), ১৩১তম বিদ্যাসাগর প্রয়াণ দিবস
প্রকাশক
বাঙলার মুখ প্রকাশন, ২১/১ এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

© শম্পা পাল

প্রকাশকের ও সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি আইনত দণ্ডনীয়। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুখ্য প্রাপ্তিস্থান
বইওয়ালার বই-আপণ, ২১/১ এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

যোগাযোগ
শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ বইওয়ালা প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
পরিচালক : বাঙলার মুখ প্রকাশন-৯১৬৩৬৩২৭৭৭//৯০৪১৮১৩২১৫
E-mail : banglardip2009@gmail.com

প্রচ্ছদ : স্বপন মণ্ডল

অক্ষর বিন্যাস
ইম্প্রেসন কম্পিউটার্স
কুশপাতা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯৬৪১৩৬২৮৫৭

মুদ্রণ
বসু মুদ্রণ, ১৯এ, শিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৪

৮০০.০০ টাকা

Vidyasagar
Anweshan - Anubhab - Pratiti
[Dwishata Janmabarsha Smarak Grantha]
Edited by : Ashok Paul
Rs. 800.00
ISBN. 978-93-84108-05-2

সূচিপত্র

● **বিদ্যাসাগর : ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ধর্ম ও দর্শন**

বর্তমান সময় : মানবতাবাদী, যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক বিদ্যাসাগর —চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য ১৭

কালের কণ্ঠস্বর; স্বরের নিজস্বতা ও বিদ্যাসাগর — এস. সামীম ৩৪

দুই বিদ্যাসাগর : রাষ্ট্র আর সমাজ — রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৬৩

নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ও বিদ্যাসাগর — অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮

পরাজিত নায়ক বিদ্যাসাগর — সনৎকুমার সাহা ৯৬

বিক্ষত বিদ্যাসাগরের নির্বেদ ও নৈরাশ্য — আলী আনোয়ার ১১৫

অধমর্ণ বিদ্যাসাগর — সুদিন চট্টোপাধ্যায় ১৪০

● **বিদ্যাসাগর : সমাজ ও শিক্ষা**

সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর : ধর্মশাস্ত্রের ভূমিকা — স্বপন বসু ১৫২

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যাসাগর — লায়েক আলি খান ১৬২

বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ১৭৬

বিদ্যাসাগর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — সৌরভ রঞ্জন ঘোষ ২০৮

বিদ্যাসাগর ও হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ড — শচীনন্দন সাউ ২২০

● **বিদ্যাসাগর : ভাষা সাহিত্য ও সংবাদ-সাময়িকপত্র**

বিদ্যাসাগর : সমকালের সাহিত্যের ইতিহাসকারদের চোখে — রমেনকুমার সর ২২৭

বাংলা গদ্যের ঈশ্বর — অচিন্ত মারিক ২৪৪

বর্ণপরিচয় থেকে শব্দমঞ্জরী : কৃতির স্বরূপ; প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি — সাইফুন্না ২৬০

বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনা — রামরঞ্জন রায় ২৮৬

বিদ্যাসাগর ও সংবাদ-সাময়িকপত্র — মঞ্জুলা বেরা ৩০৯

● **বিদ্যাসাগর : সমকালীন দৃষ্টিতে, সম্পর্কের আলোয়**

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর : নব্য বঙ্গসংস্কৃতির ভোরের পাখি — হরগোবিন্দ দোলই ৩৩৮

বাচস্পতি-বিদ্যাসাগর : তারানাথ-ঈশ্বরচন্দ্র — বারিদবরণ ঘোষ ৩৪৫

বিদ্যাসাগর ও সংবাদ-সাময়িকপত্র

মঞ্জুলা বেরা

রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র জগৎ ও জীবনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলোকে ভারতবাসী তথা বাঙালির সনাতনী ধ্যান-ধারণার মূলে ঘা পড়েছিল, একটু একটু করে নতুন চৈতন্যের আগমন ঘটেছিল, সেই সন্ধিক্ষণে কলকাতা থেকে ছাব্বিশ ক্রোশ দূরবর্তী মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহগ্রামে কুলীন আচারনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বিদ্যাসাগরের জন্ম। সময়ের প্রেক্ষাপটে আপাতভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-অর্জনের বিপরীত দিকে হাঁটা বিদ্যাসাগর কলকাতায় স্থায়িত্ব লাভ করলেন। শিক্ষাগ্রহণ পর্বেই গ্রামে ও শহরে সংস্কৃত পণ্ডিত মহলে তাঁর প্রতিভার আলোকছটা বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক তৈরি করা, পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিষয়ে বিচার উপস্থাপিত করা ইত্যাদিতে তিনি তখনই সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবৎকালের মধ্যে বঙ্গদেশে তথা কলকাতা শহরে শিক্ষা, সমাজ, ধর্মের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যেগুলি জনমানসে ও গ্রামীণ সমাজমানসে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সমসাময়িক কালের ঘটনাধারার আলোড়ন বিদ্যাসাগরকে নাড়া দিয়ে যেত —এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই যুগোপযোগী বিষয়ে নিজ মতামত স্থির করতে পেরেছেন।

'ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টি' করতে পারে যে ভাষা সেই ভাষাই হল সাহিত্য-ভাষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে যাঁরা বাংলা গদ্য-ভাষার প্রারম্ভিক এবড়ো-খেবড়ো ও কিছুটা চলা যায় এমন পথ চিহ্নিত করে গিয়েছিলেন তাঁদের সেই অসম্পূর্ণ কাজকে বিদ্যাসাগর পূর্ণতা দিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী মূলত বিদেশি ছাত্রদের পাঠোপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় গদ্যভাষা ব্যবহার করেন; কিন্তু এই ভাষায় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় নেই। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে উনিশ শতকের সামাজিক জীবনের সমস্যা, সংঘাত, জটিলতা সম্পর্কিত সাধারণের জ্ঞাতব্য ও পঠিতব্য বিষয়কে প্রকাশ করার বৈচিত্রময় গদ্যভাষা নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায়; কিন্তু তাতেও রইল 'বিরামচিহ্নের অভাব' জনিত ত্রুটি। আর এই অভাব দূর করে বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যভাষাকে করে তুললেন সাহিত্যিক ভাষা। বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যভাষাকে যথার্থ শিল্প-সত্তা দান করেছিলেন তা ধরা পড়ে তাঁর পাঠ্যপুস্তক রচনায়, অনুবাদ-কর্মে, সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধ রচনায়, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর মতো মৌলিক তর্ক-বিতর্কমূলক 'ব্রজবিলাস' রচনায়। সব ক্ষেত্রেই তিনি বাংলা গদ্যভাষাকে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে গড়ে তোলা এবং মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সমাজ-শিক্ষাসংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এই সূত্রেই তিনি তাঁর অজস্র কর্মধারার সঙ্গে কিছু সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংযোগে থেকেছেন। আবার কিছু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাবৃন্দের বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে সাময়িকভাবে হলেও কোনো কোনো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর জীবনপর্ব (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)-এর কোন্ ক্ষণগুলিতে সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হচ্ছে, তাঁকে সংযুক্তির ক্ষেত্রে কোন্ সংবাদপত্রই বা প্রয়োজন অনুভব করছে, সেই প্রসঙ্গের সূত্রমুখটি প্রথমেই চিনে নেওয়া যাক্।

উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্বে কলকাতায় যে বিশেষ ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার অন্যতম, রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমন ও স্থায়ী ভাবে থাকার পরিকল্পনা (১৮১৪ খ্রি.) এবং ধর্মান্দোলনের সূচনা (১৮১৫ খ্রি.)। এ ছাড়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ খ্রি.)-র মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ও নতুন শিক্ষাধারা গ্রহণীয় হয়ে ওঠায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭ খ্রি.) ও 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮ খ্রি.) তৈরি করা, খ্রিস্টধর্ম প্রচার-প্রসারের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দিতে মুদ্রণযন্ত্রের আগমনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

ব্রিটিশপ্রভুত্ব স্থাপনের পর থেকে বঙ্গদেশে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ পেলেও বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'দিগদর্শন', যেটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে মাসিকপত্র হিসাবে ১৮১৮-এর এপ্রিল মাসে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে ১৮১৮-এর ২৩মে শ্রীরামপুর মিশন থেকে জে.সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ পায়। প্রায় একই সময়ে কলকাতা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল। কেউ কেউ এটিকে বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা বলে দাবি করেন। তখনই বলা তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর জীবন-পর্বের নানা সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে যেগুলি সংবাদ পরিবেশনের বৈচিত্র্যে ও সংবাদের তথ্যের গুরুত্ব বিচারে উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল— 'সম্বাদকৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর, ১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (৫ মার্চ, ১৮২২), 'বঙ্গদূত' (১০মে, ১৮২৯), 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১), 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮জুন, ১৮৩১), 'বিজ্ঞানসেবধি' (এপ্রিল, ১৮৩২), 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' [সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। পত্রিকাটির গলে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগের ...' (১০জুন ১৮৩৫), 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৬ জানু...